দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিক্ষকদের তিন সহস্রাধিক মামলার অধিকাংশেই হেরে যাচ্ছে মাউশি

সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়

রিয়াজ চৌধুরী

দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়ের করা তিন সহস্রাধিক মামলার অধিকাংশতেই হেরে যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। আদালতে সরকারী আইনজীবীদের প্রকৃত তথ্য উপস্থাপনের ব্যর্থতাকেই পরাজয়ের কারণ হিসেবে মনে করছে মাউশি। এর ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। মাউশি সূত্র মতে, জেলা শিক্ষা অফিস, নিরীক্ষা অধিদফতর, গভর্নিং কমিটির সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাউশি এমপিও বাতিল, বেতনবন্ধসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা রিট মামলা করেন। এসব মামলার মধ্যে শুধু হাইকোর্টে দায়ের করা মামলার সংখ্যাই প্রায় ১ হাজার ৪০০। অন্য মামলাগুলো নিম্নআদালতে বিচারাধীন। এছাড়া সরকারী কলেজের শিক্ষকদের দায়ের করা মামলা রয়েছে ২৭টি। মাউশির পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) মো. হাবিবুর রহমান ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বাস্তবায়নে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, আইনের ফাঁক থাকায় এবং আদালতে রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহায়তা ও সার্বিক দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় হেরে যেতে হচ্ছে। আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। আদালতের রায়ে বাতিলকৃত এমপিও ফেরত দিতে হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের পাবনা জেলার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন শিক্ষক পৃঃ ১৫ কঃ ১৪

শিক্ষকদের তিন সহস্রাধিক

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে বিবাদী করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাদের দাবী, দীর্ঘদিন থেকে তারা চাকরি করছেন। এখন তারা এমপিও পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাদের এমপিওভুক্তি করা হচ্ছে না। হাইকোর্ট শিক্ষকদের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন।

মাউশি সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আইন অনুযায়ী বাদী ৪০ জন শিক্ষক এমপিও পাবেন না। তাদের এমপিও দেয়া হলে দেশে আরো কয়েক লাখ শিক্ষককে এমপিও দিতে হবে। এ বিবেচনায় আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষকরা আদালতে আপিল করেন। ফলে আদালত সুয়োমোটো রুল জারি করে। এভাবে তিন সহস্রাধিক মামলায় লড়তে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, মামলা পরিচালনায় আমরা সরকারী আইনজীবীদের সহযোগিতা পাচ্ছি না। তারা জানান, মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়া হলেও সরকারী আইনজীবীরা আদালতে তা উপস্থাপন না করায় আমাদের হেরে যেতে হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকার পক্ষের এক আইনজীবী বলেন, মামলা বিষয়ে গাঁথুনি শক্ত না হলে সেই মামলায় হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি, আদালতে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারলে মামলায় জেতা যায় না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাউশির তিন সহস্রাধিক মামলার ফাইল তৈরীসহ সার্বিক কাজ তদারকির জন্য আইন শাখায় রয়েছে মাত্র তিনজন প্রভাষক। দশ হাজার সম্মানীতে একজন ব্যারিস্টার নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি সপ্তাহে দুই-তিন দিন মাউশিতে এসে মামলার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা হচ্ছে। মামলার শুনানীর সময় আদালতে উপস্থিত থাকতে হয় আইন শাখার কর্মকর্তাদের।

মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) হাবিবুর রহমান ইনকিলাবকে জানান, নিয়মের বাইরে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে এসব প্রমাণ পাওয়ার পরই তাদের এমপিও বাতিল করা হয়। তিনি জানান, এজন্য শুধু শিক্ষকরাই দায়ী নন। গভর্নিং কমিটি নানা প্রক্রিয়ায় তাদের নিয়োগ দিয়েছে। অথচ গভর্নিং বডি পায় পেয়ে যাচ্ছে। শাস্তি পাচ্ছেন শিক্ষকরা। চাকরি বাঁচাতে মামলা করতে গিয়ে তাদের হাজার হাজার টাকা অপচয় হচ্ছে। তিনি জানান, অধিকাংশ মামলায় শিক্ষকরা জিতে যাচ্ছেন। এমপিও ফেরত পাচ্ছেন। তিনি বলেন, বিগত দিনে যাদের অবৈধভাবে এমপিও এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তাদের এমপিও বাতিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে